**ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৮ আশ্বিন ১৪২০, ৩ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ও সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের নীরব স্বাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি চিকিৎসক সমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। শহীদ চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ হাসপাতালটিতে তাঁদের খোদাইকরা ছবি সম্বলিত একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে যা আজ উন্মোচন করা হলো। আমি এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুধিমন্ডলী,

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জনগণের চিকিৎসা সেবায় নিবেদিত একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সময় ১৯৭৩ সালে হাসপাতালটির শয্যাসংখ্যা এক হাজার পঞ্চাশে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর থেমে যায় দেশের উন্নয়নের চাকা। এ হাসপাতালটির শয্যাসংখ্যাও আটশ'তে নামিয়ে আনা হয়। পরবর্তীকালে শয্যাসংখ্যা একহাজার সাতশ'তে উন্নীত করা হলেও সে অনুযায়ী ভৌত সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়নি। বরাবরই ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুনেরও বেশী রোগী এ হাসপাতালে অবস্থান করে। ফলে চিকিৎসাসেবা সামগ্রিকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল।

'৯৬ এর আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আমরা সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ‘‘ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প'' গ্রহণ করি। ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল এ ক্যাম্পাসেই ৫ একর জমির উপর ৬০০ শয্যাবিশিষ্ট ‘‘ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২'' নামে ১০ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তত্ত্ববধায়ক সরকারের আমলেও এ অচলাবস্থার অবসান হয়নি। দীর্ঘ ৮ বছর এর নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকে। এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পুনরায় আমরা এর নির্মাণ কাজ শুরু করি। আজ জনগণের বহু প্রত্যাশিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর উদ্বোধন করতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত।

কিডনি ডায়ালাইসিস-সহ বিভিন্ন ধরণের বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা প্রদানের পাশাপশি এ হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিইউ'র ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আমি আশা করি, এ হাসপাতালটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যাস্বল্পতা দুর করবে। উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যখাতের সামর্থ্যকে আরও বৃদ্ধি করবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখন দেশের স্বাস্থ্যখাতসহ সকল খাতকেই গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যখাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আমরা চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ২১ দফা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেই। ৫ হাজার ২৭৯ জন এডহক চিকিৎসকের চাকুরী স্থায়ী করা হয়। ৪ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ এবং ২ হাজার ২৮৩ জন চিকিৎসককে পদন্নোতি দেওয়া হয়। ১ হাজার ৯৫৮ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। সারাদেশে ১০ হাজার ৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, হাসপাতাল নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি।

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিকসহ আমাদের নেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেয়। শুরু হয় স্বাস্থ্যখাতে নজিরবিহীন দুর্নীতি আর দলীয়করণ। এবার সরকার গঠনের পর বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে আমরা দেশের স্বাস্থ্যখাতের শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি।

আমরা একটি যুগোপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীত প্রণয়ন করেছি। জন্মকালে শিশু মৃত্যুহার ৬৫ থেকে ৩৬ এ নেমে এসেছে। মাতৃ মৃত্যুহারও যথেষ্ট  হ্রাস পেয়েছে। যক্ষা, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যানথ্রাক্স, নিপাহ্, সার্স, ডেঙ্গুসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সাফল্য অনেক। কালাজ্বরে মৃতের সংখ্যা এখন শূন্যে নেমে এসেছে। ক্যান্সার, হৃদরোগসহ অসংক্রামক রোগের উন্নত চিকিৎসা, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কারণে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। গড় আয়ু এখন ৬৮ বছর।

পরিবার কল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আমরা আরও গতিশীল করেছি। কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমরা তিন সত্মর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তুলেছি। ১৫ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করেছি। ১৩ হাজার ৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডার নিয়োগ দিয়েছি।

আমরা ঢাকার কুর্মিটোলায় এবং খিলগায়ে ৫০০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল, শ্যামলীতে ২৫০ শয্যার টিবি হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়ায় সরকারি কর্মচারি হাসপাতাল, আগারগাঁওয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স এন্ড হাসপাতালসহ দেশের ৪২১ টি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছি। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বহুগুনে বৃদ্ধি করেছি।

আমরা ৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ৬ টি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট, ৫টি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, ৭টি নার্সিং কলেজ ও ১২ টি নাসিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী পিএসসি'র পরিবর্তে ডিপিসি ও এসএসবি'র মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা করে ২ হাজার ৬১৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ১ হাজার ৩৬২ জন নন-ক্যাডার চিকিৎসককে ক্যাডারভুক্ত করা হয়েছে। এডহক ও বিসিএস এর মাধ্যমে ৫ হাজার ৭৪৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের ১ হাজার ৭৬৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইন্টার্নি চিকিৎসকদের মাসিক ভাতা ১০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। আমরা ১ হাজার ৭৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দিয়েছি। নার্সদের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করেছি। স্বাস্থ্য সহকারীর বিভিন্ন পদে ১৭ হাজার কর্মচারীসহ প্রায় ৭৫ হাজার জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সকল জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। সকল উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্সে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের পাশপাশি ওয়েব ক্যাম সরবরাহ করেছি।

স্বাস্থ্যখাতে আমাদের এসকল সাফল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এমডিজি পুরস্কার, সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ডসহ আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ এখন ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল'। বাংলাদেশকে ‘দক্ষিণ এশিয়ার মান বাহক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন আজ তথ্য-প্রযুক্তির নিবিড় যোগাযোগের মধ্যে এসেছে। দেশে ১০ কোটিরও বেশী মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের মাথাপিছু আয় এখন ১০৪৪ মার্কিন ডলার। দেশের কর্মসংস্থান বেড়েছে। প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছি। আমরা সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছি।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে আমি চিকিৎসকসমাজ, স্বাস্থ্যকর্মীসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আপনাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক অনেক নিবিড়। স্বাস্থ্যখাতসহ সকল খাতে বর্তমান সরকারের অর্জনসমূহ আপনারা জনগণের কাছে তুলে ধরুন। জাতির পিতা দেশের স্বাস্থ্য খাতসহ প্রতিটি খাতে উন্নয়নের যে বুনিয়াদ তৈরী করেছিলেন তা আজও একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রশংসিত। আমি আশা করি, সকলে মিলে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে বাংলাদেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করবো। ইনশাআল্লাহ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবো।

আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।